বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত

বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত

মূল
মাওলানা ইসমাইল রেহান
অনুবাদ
আহমাদ সাব্বির

নাশাত

বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত
লেখক : মাওলানা ইসমাইল রেহান
অনুবাদক : আহমাদ সাব্বির

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০২১

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
গিয়াস গার্ডেন, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৬২৭৪৬৩০৬৮, ০১৭১২২৯৮৯৪১
nashatpub@gmail.com

অনুবাদস্বত্ব : নাশাত
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
বানানসংশোধন : মুহাম্মদ আমানুল্লাহ আবিদ

মূল্য : ৪৭৫ (চারশ পঁচাত্তর) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

মুসা আল হাফিজ
দুঃসময়ের বধ্যভূমিতে একজন স্বপ্নচাষী

নাশাতের আরও কিছু বই

খোলাসাতুল কোরআন/ মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখোপুরী রহ.
হিউম্যান বিয়িং : শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব/ ইফতেখার সিফাত
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত/ সাইয়েদ সুলাইমান নদবী রহ.
খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস/ মাওলানা ইসমাইল রেহান
সিরাতে রাসুল : শিক্ষা ও সৌন্দর্য/ ড. মুসতফা সিবায়ী
মোগল পরিবারের শেষদিনগুলি/ খাজা হাসান নিজামী
ইসলাম ও কোয়ান্টাম মেথড/ মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন
ইসলাম ও মুক্তচিন্তা/ মুহাম্মাদ আফসারুদ্দীন

আমরা যখন নিজেদের খুঁজে পাই
ফুলের সুগন্ধিতে খুঁজে পাই

মাওলানা ইসমাইল রেহান। সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয় বোধহয়—তিনি একজন ইতিহাসবিদ। আমাদের চারপাশে হরহামেশাই যত কপিপেস্ট ঐতিহাসিক দেখে উঠি তেমন নয়; বরং সত্যিকার অর্থেই ইসমাইল রেহান একজন ঐতিহাসিক। তার রয়েছে অতীতের বুকে আলো ফেলার তীব্র ও দারুণ এক ক্ষমতা। রয়েছে 'পেছন পানে' ফিরে তাকাবার বিস্ময়কর একজোড়া 'চোখ'। তিনি অতীত খুঁড়ে 'বেদনা' জাগাতেই কেবল ভালোবাসেন না; বরং সময়ের সাথে অতীতের সেতুবন্ধন তৈরি করবার কাজটিও করেন বেশ চমৎকারিত্বের সাথে। ফলে ইতিহাস হয়ে ওঠে তাৎপর্যময়; বোধজাগানিয়া। এ কি আমাদের সৌভাগ্য—আমরা তার কালে জন্মেছি! নিঃসন্দেহে। অতীতের আয়নায় বর্তমানকে জাগরূককারী এমন একজন 'মাওলানা'কে আমরা পেয়েছি—সত্যিই আমরা গর্বিত।

আমার সৌভাগ্য আরও খানিক সুপ্রসন্নই হবে হয়তো-বা। নইলে আমার দ্বারা আল্লাহ পাক তার মতন একজন লেখকের এমন অনিন্দ্যসুন্দর ও প্রয়োজনীয় একটি কিতাব ভাষান্তর কেন করাবেন! এই বেলাতে তাই শুকরিয়া আদায় করছি দয়াময়ের। আলহামদুলিল্লাহ।

বলছি মাওলানার লিখিত 'নজরিয়াতি জঙ্গ কে মাহাজ' গ্রন্থের কথা, যা ইতোমধ্যে ভাষান্তরিত হয়ে 'বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত' নাম নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে। নাম থেকেই পাঠক বইটির আলোচ্য উপলব্ধ করে উঠেছেন নিশ্চয়ই। সেই সৃষ্টির শুরু যেদিন, সেদিন থেকেই সত্য-মিথ্যা, সাদা আর কালোর দ্বন্দ্ব। সেই প্রথমদিন থেকেই আলো-আঁধারের বিরোধ। প্রতিকালে, প্রতিযুগেই অন্ধকার চেয়েছে আলোর যাত্রা রুখে দিতে, মিথ্যা চেয়েছে সত্যের টুঁটি চেপে ধরতে; কিন্তু আলো বরাবরই ভাস্বর থেকেছে আপন দ্যুতিতে। সত্য কোনোকালেই মাথা নত করেনি মিথ্যার সামনে। মাওলানা তার গ্রন্থে সত্য-মিথ্যার আবহমান দ্বন্দ্বের সেই দাস্তানই হাজির করেছেন।

আর এই ইতিবৃত্ত তুলে ধরতে গিয়ে তিনি যে আখ্যান সাজিয়েছেন, তাতে কেবল অতীতের চিত্রই চিত্রায়িত করেননি। বরং যেমনটা সূচনা অংশে বলেছিলাম, বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অন্ধকার ও মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যপন্থি-আলোর মশালবাহীদের করণীয় কী হবে—তা-ও নির্দেশ করেছেন ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের অভিনব

মিশেলে। মাওলানা অতীত ও বর্তমানের নানা উপাখ্যান ছেনে আমাদের দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন—কালে কালে মিথ্যা কী কী রূপ ধরে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাল আমলেই-বা মিথ্যার রূপ কেমন! সে কোন আকৃতি নিয়ে হাজির হয়েছে আমাদের দুয়ারে! কোন বেশে আঘাত করে চলেছে সত্যের প্রাসাদে—তার পূর্ণ ছবি অঙ্কন করেছেন লেখক তার এই বিস্ময়কর চিত্রপটে: 'বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে।

পাঠক, মাওলানা ইসমাইল রেহানের এই নান্দনিক ভুবনে আপনাকে স্বাগতম।

যেকোনো নির্মাণ, যা আমরা পূর্ণাঙ্গ প্রত্যক্ষ করে উঠি, তার পেছনে থাকে বহু মানুষের গল্প। আমার এই অনুবাদকর্মটিও তার বিপরীত নয়। পাঠকের টেবিল পর্যন্ত পৌঁছতে তাতে মিশে গেছে অজস্র মানুষের ঘাম। লেগে গেছে বহুজনের করস্পর্শ। বইটির সাথে যার 'সামান্যও' সংশ্লেষ ঘটেছে, এই সুযোগে আমি তাদের সকলকে স্মরণ করছি শ্রদ্ধার সাথে। পরম করুণাময় তাঁর শান অনুযায়ী প্রত্যেকের আমলনামা পূর্ণ করে দিন।

তবে যে মানুষটির কথা আলাদাভাবে না বললে বিরাট অন্যায় হবে, তিনি আমার মা। এই বইটির প্রতি হরফে তার স্নেহ-মমতা মিশে আছে। প্রকাশকের বেঁধে দেওয়া সময় পেরিয়ে যাচ্ছিল। নানান ব্যস্ততায় কাজটি সম্পাদিত হয়ে উঠছিল না। শেষমেশ একটানা কয়দিন বুঁদ হয়ে কাজটি শেষ করি। যে কয়দিন কাজ নিয়ে ডুবে ছিলাম, আমার পাশে আমার মায়ের উপস্থিতি টের পেয়েছি নিজের ছায়ার মতন। আমার ঘনঘন চা পানের অভ্যাস। কাজ করতে গিয়ে যখনই তেষ্টা অনুভব করেছি, দেখি আম্মু চায়ের পেয়ালা নিয়ে হাজির। কখনও তাকে নির্দেশ করেছি—এমন নয়। নিজের থেকেই সারাক্ষণ আমার চাহিদা মিটিয়ে গেছেন তিনি। কাজ ফেলে পানি খেতে উঠব। দেখতে পাই, মা পানির বোতল নিয়ে হাজির। কখনও বাজার-সদাই বা টুকটাক কিছু কেনাকাটার প্রয়োজন হলে আমি যেতে চাইলে মায়ের নির্দেশ হতো—তুই লেখ, আমি অন্য কাউকে পাঠাচ্ছি। মায়ের এমন মমতার বিপরীতে কীইবা বলার থাকতে পারে! কেবল এই এতটুকু ছাড়া—রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা।

এবারে অনুবাদ বিষয়ে দু' চার কথা বলি। ভাষান্তর নিঃসন্দেহে জটিল কাজ। অন্য একটি ভাষার বক্তব্য, আরেক ভাষার লেখকের ভাবাবেগ নিজ ভাষায় তুলে আনা কোনো সহজ কর্ম নয়। যে কারণে অনুবাদকাজটি সব সময়ই এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছি। তদুপরি এই বইটি তত্ত্বচর্চার বই, বিজ্ঞজনেরা যার ভাষান্তর প্রায় অসম্ভবই মনে করে থাকেন। সত্যিও তাই। তত্ত্বের অনুবাদ নানা কারণেই অসম্ভবপ্রায়। তার একটি প্রধান অন্তরায়—ভাষার সীমাবদ্ধতা। দ্বিতীয় হলো—আরবি-উরদু-ফারসিসহ বিদেশি ভাষার বহু পরিভাষা এখন পর্যন্ত আমাদের ভাষায় অনূদিত হয়ে আসেনি। পরিভাষার অনুবাদ আদৌ সম্ভব কি না—সে 'তর্কের' জায়গা

এটা নয়। তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে পরিভাষাগত জটিলতা যে সত্যই এক প্রতিবন্ধকতা—বিজ্ঞজনেরা আশা করছি তাতে একমত হবেন। তারপরও চেষ্টা করেছি। আমার তরফ থেকে অনুবাদটি সাবলীল, প্রাঞ্জল এবং ভাব ও বক্তব্য ঠিক রেখে মূল ভাষার গন্ধ দূর করবার ক্ষেত্রে কোনো কসুর রাখিনি। বাকি বিচারের ভার পাঠক ও সমালোচকদের হাতে। তবে একটি কথা—ভাষান্তর করবার ক্ষেত্রে প্রথম ছত্র থেকেই আমার মাথায় ছিল যে, এটি প্রবন্ধের বই; গল্প-উপন্যাস নয়। পাঠকও যদি পাঠকালে এই ব্যাপারটা মাথায় রাখেন তাহলে সুবিধাই হবে বোধ করি।

পাঠক, একথা প্রায় অলিখিত রীতি হয়ে গেছে—মানুষ ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। এবং আমিও নিজেকে মনুষ্যসম্প্রদায়ভুক্তই ভাবি। তাই বলছি—ভুল-চুক যা কিছুই আপনাদের নজরে পড়বে, আমাদের জানাবেন। আমরা নিজেদের সংশোধনের জন্য সহাস্য প্রস্তুত। কেবল বলার জন্যই নয়; বরং মন থেকেই বলছি—এই অনুবাদকর্মের যা কিছু বিচ্যুতি, তার দায়ভার আমার। আর ভালো যা কিছু, তা কেবলই আমার নয়; বরং শ্রদ্ধাভাজন মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারুক, মুহাম্মদ আমানুল্লাহ আবিদ এবং বন্ধুপ্রতীম আল মাসুদ আবদুল্লাহরও তাতে অংশ আছে। তারা আন্তরিক না হলে আমার বহু বিচ্যুতি পাঠকের থেকে আড়াল করা সম্ভব হতো না। এই অবকাশে তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

শেষ করছি। বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত সকলের বোধজাগানিয়া হোক—প্রত্যাশা।

আহমাদ সাব্বির
নিউ টাউন, দিনাজপুর
ahmedsabbir7422@gmail.com

যুদ্ধজয়ের পূর্বে দেখা হয়ে থাকে

১. আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কার সাথে?

২. শত্রুর হামলা কোন দিক থেকে আসছে?

৩. তাদের লক্ষ্য কী?

৪. প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র কোনটা, কেমন?

৫. লড়াইয়ের হাতিয়ার কী কী?

৬. আমাদের অবস্থান কেমন? অর্থাৎ আমাদের শক্তি-সামর্থ্য কেমন, যা আমরা কাজে লাগাবো; এবং আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা কী, যা থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

৭. শত্রুর অবস্থান কী? অর্থাৎ তাদের শক্তি-সামর্থ্য কেমন? এবং তাদের দুর্বল পয়েন্টগুলো কী, যার উপর আমরা আঘাত হানতে পারি?

এক কঠিন যুদ্ধ, যাতে সাফল্যের সাথে জয়ের আশা ও প্রত্যাশা করা হয়ে থাকে, তাতে তখনই অবতীর্ণ হওয়া যেতে পারে যখন যুদ্ধের শুরু থেকেই উল্লিখিত বিষয়গুলোর জবাব আমাদের কাছে প্রস্তুত থাকবে।

সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে সেই উত্তরগুলোই আমরা পেতে যাচ্ছি...

ক্রমবিন্যাস

১. পরিচিতি।
২. বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত।
৩. ক্রুসেড।
৪. ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যতত্ত্ব।
৫. কলোনিয়ালিজম বা উপনিবেশবাদ।
৬. গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন।
৭. মিশনারি কার্যক্রম।
৮. সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষবাদ।
৯. পাশ্চাত্যতত্ত্ব।
১০. বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের উপকরণ।
১১. বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিপক্ষের সাথে মোকাবেলার পন্থা ও উপায়।

মুখবন্ধ

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই আরবদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সিলেবাসভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কিন্তু পাক-ভারত উপমহাদেশের মাদরাসাগুলোতে এখন পর্যন্ত বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধ হয়ে ওঠেনি। বিষয়টি নিয়মতান্ত্রিকভাবে মাদরাসার পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা এবং এ বিষয়ে গবেষণা ও গভীর বিশ্লেষণধর্মী লেখাজোখা প্রস্তুত করা এখন সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি হয়ে দেখা দিয়েছে।

পাকিস্তানের খ্যাতনামা ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামিয়াতুর রশিদ আহসানাবাদ করাচি এই শূন্যতা পূরণে এগিয়ে আসে। সেই উদ্যোগের অধীন এই বিষয়টিকে প্রথমে 'শরিয়াহ অনুষদে' এবং পরবর্তী সময়ে 'দাওয়াহ অনুষদে' আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৪২৮ হিজরিতে (২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ) যখন 'বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই' বিষয়টিকে আমার দায়িত্বে দেওয়া হয় তখনও আমার জানা ছিল না যে, কখনো এই বিষয়ে আমাকে কলম ধরতে হবে! কিন্তু কয়েকদিন লেকচার দেওয়ার পর শিক্ষার্থীদের তরফ থেকে দাবি আসতে থাকে যে, এই বিষয়ে উরদু ভাষায় যেন আমি কিছু রচনা করি। এর কারণ হয়তো-বা ছিল, সেই সময় এই বিষয়ে কোনো আরবি বইপত্র পাকিস্তানে সহজলভ্য ছিল না। আর বিশেষ আগ্রহী যারা, এই বিষয়ক বইপত্রের সন্ধানের জন্য তাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হতো। এমতাবস্থায় এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা ছিল স্পষ্টতই অত্যন্ত পরিশ্রমের।

যেহেতু পাঠদান প্রস্তুতির জন্য এই বিষয়ে আমার অধ্যয়নের ভিত্তি ছিল 'বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই' বিষয়ে রচিত আরবি বইপত্র, সে কারণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উরদু কোনো রচনা আমার অনুসন্ধানেরই প্রয়োজন পড়ে না। তারপরও এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের কথা মনে করে যখন উরদু বইপত্রের সন্ধান আরম্ভ করলাম তখন দ্রুতই আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আমাদের মাতৃভাষায় মনস্তাত্ত্বিক আগ্রাসন নিয়ে, স্বতন্ত্রভাবে এই শাস্ত্রে, কোনো রচনাই এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি। এটা অস্বীকার করি না—ইতিহাস, পত্রপত্রিকা এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে লিখিত বইপত্র থেকে এই বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল; কিন্তু সেগুলো এমন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে যে, সেগুলোকে একটি ট্র্যাকে উঠিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইশাস্ত্রের ছাঁচে ঢেলে পরিবেশন করা কোনো সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জন্য, যাদের মাথার উপর আরও কয়েকটি বিষয়ের বোঝা ইতোমধ্যে তুলে দেওয়া আছে; এই সম্পূর্ণ নতুন শাস্ত্রের জন্য, তৎসংশ্লিষ্ট বইপত্র অনুসন্ধানের জন্য এত সময় বের

করা তাদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভবই। এই কারণেই শরিয়াহ অনুষদের প্রিন্সিপাল মাওলানা আলতাফুর রহমান, দাওয়াহ অনুষদের পরিচালক মাওলানা ফাইয়াজ আহমদ এবং আরও কতিপয় বন্ধু-স্বজন বারবার অধমকে উল্লিখিত প্রয়োজনপূরণে এগিয়ে আসার জন্য তাগাদা দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি নিজেও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের বিষয়টি অনুধাবন করে আসছিলাম। অবশেষে আমি এই বিষয়ের বিরাট কলেবরের সব গ্রন্থ নিংড়ে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা রচনা করি, যা 'নজরিয়াতি জঙ্গ কে উসুল' নামে প্রকাশিত হয়। এবং বর্তমানে জামেয়াতুর রশিদের দাওয়াহ অনুষদে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই বিষয়ে মূলপাঠ হিসেবে পড়ানো হচ্ছে।

যাই হোক, এরপরও বন্ধুদের পক্ষ থেকে তাগিদ ও প্রত্যাশা অব্যাহত থাকে। তাদের দাবি-সেই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটির বিস্তার, যা আমি আমার ক্লাসরুম লেকচারে করে থাকি, যেন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করি। ইতোমধ্যে করাচির বিভিন্ন স্থানে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই বিষয়ে বিভিন্ন কোর্স করানোর সুযোগও আমার ঘটেছে। আর কতিপয় বন্ধু সে-সব কোর্সের লেকচারগুলো রেকর্ড করে রেখেছে; কেউ আবার শ্রুতিলিখনও সম্পন্ন করে উঠেছে।

বন্ধুদের বারবারের তাগাদা শেষ পর্যন্ত কাজটির জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়তে আমাকে বাধ্য করে। এবং লাগাতার কয়েক মাস এই কাজে লেগে থাকি। যদিও এই গ্রন্থটির ভিত্তি আমার রচিত 'নজরিয়াতি জঙ্গ কে উসুল'[১] পুস্তিকাটি; কিন্তু নতুনভাবে কাজ করতে গিয়ে সংক্ষিপ্ত এই পুস্তিকাটি আমাকে ঢেলে সাজাতে হয়। এটাও বলা যেতে পারে, নজরিয়াতি জঙ্গ কে উসুল (বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের পদ্ধতি) পুস্তিকাটি হলো মূল আর বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তার ব্যাখ্যা।

কাজটি সম্পাদন করতে গিয়ে এই বিষয়ে বিভিন্ন বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা, জার্নাল, ম্যাগাজিন ছাড়াও আমার লেকচারগুলো সামনে ছিল, যা শরিয়াহ অনুষদের শিক্ষার্থী মাওলানা ইউনুস কাশ্মিরী এবং মাওলানা উজায়ের আহমাদ সিদ্দিকী এবং আরও কতিপয় বন্ধু মিলে বিন্যস্ত করেছে। এ ছাড়া ডিজিটাল মাধ্যম এবং ইন্টারনেটে সংরক্ষিত বইপত্র ও ওয়েবসাইট থেকেও উপকৃত হয়েছি। জামিয়াতুর রশিদের শরিয়াহ অনুষদের প্রিন্সিপাল মাওলানা আলতাফুর রহমান এবং দাওয়াহ অনুষদের তত্ত্বাবধায়ক মাওলানা ফাইয়াজ আহমদ বইটির প্রকাশে সহায়তা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলকে দুনিয়া এবং আখিরাতে উত্তম বিনিময় দান করুন।

ইসমাইল রেহান
২৭ মহররম ১৪৩৪;
১১ ডিসেম্বর ২০১২

---

[১] মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারুক হাফিজাহুল্লাহর অনুবাদে বইটি 'বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের পরিচয়

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই : ২৭
১.১: সংজ্ঞা : ২৭
১.২: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই এবং আন্তর্জাতিক জাতিগোষ্ঠী : ২৭
১.৩: একটি বড় পার্থক্য : ২৯
১.৪: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের দ্বিতীয় সংজ্ঞা : ২৯
১.৫: তৃতীয় সংজ্ঞা : ৩০
১.৬: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের লক্ষ্য : ৩০
১.৭: চিন্তাযুদ্ধে আমাদের লক্ষ্য : ৩০
১.৮: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইশাস্ত্রের পরিচিতি : ৩১
১.৯: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইশাস্ত্রের আলোচ্য : ৩১
১.১০: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইশাস্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : ৩১
১.১১: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই শাস্ত্রের তাৎপর্য : ৩১
১.১২: তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব এবং বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইশাস্ত্রের মধ্যকার পার্থক্য : ৩৩
১.১৩: সামরিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের মধ্যকার পার্থক্য : ৩৩
১.১৪: মুসলিম এবং অমুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের মধ্যকার পার্থক্য : ৩৪
গ্রন্থপঞ্জি : ৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায় : বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ইতিহাস

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ইতিবৃত্ত : ৩৯
২.১: হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কাল : ৪০
মক্কার জীবন : ৪১
২.২: মক্কার মুশরিকদের মোকাবেলায় মুসলমানদের পদক্ষেপ : ৪৫
মদিনার জীবন : ৪৭
২.৩: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই এবং ইসলামের দাওয়াত ও জিহাদ-ব্যবস্থা : ৫৯
২.৪: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই : খেলাফতে রাশেদা পর্ব : ৫১
২.৫: অনৈক্য সৃষ্টির প্রয়াস : ৫৩
২.৬: বনু উমাইয়ার যুগে গৃহযুদ্ধের চেষ্টা : ৫৩

২.৭: আব্বাসীযুগে দর্শনশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব : ইউরোপের প্রথম বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ : ৫৪
২.৮: মুসলিম দার্শনিকদের ফেতনা : ৬১
২.৯: ইখওয়ানুস সাফা মাদরাসা : ৬২
২.১০: বাতিনিয়্যাত (নিগূঢ়ত্ব) তত্ত্বের হামলা : ৬৩
২.১১: প্রতিরোধ-চেষ্টা : ৬৪
২.১২: গুরুত্বপূর্ণ ফল : ৬৬
২.১৩: বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণকারীদের ব্যর্থতার কারণ : ৬৭
গ্রন্থপঞ্জি : ৬৯

তৃতীয় অধ্যায় : ক্রুসেড

৩.১: সংজ্ঞা : ৭৩
৩.২: ক্রুসেডের সময়কাল : ৭৩
৩.৩: ক্রুসেডের কারণসমূহ : ৭৪
৩.৪: ক্রুসেডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : ৭৬
৩.৫: ক্লারমন্ট কনফারেন্স : ৭৬
৩.৬: মুহাম্মদ আসাদের বিশ্লেষণ : ৭৭
৩.৭: প্রথম ক্রুসেড : ৭৭
৩.৮: ইমাদুদ্দীন জিনকী : ৭৮
৩.৯: নুরুদ্দীন জিনকী এবং দ্বিতীয় ক্রুসেড : ৭৮
৩.১০: সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী এবং আল-কুদসের পুনরুদ্ধার : ৭৯
৩.১১: তৃতীয় ক্রুসেড : ৭৯
৩.১২: চতুর্থ ক্রুসেড : ৮০
৩.১৩: পঞ্চম ক্রুসেড : ৮০
৩.১৪: ষষ্ঠ ক্রুসেড : ৮১
৩.১৫: আল-কুদসে আরও একবার : ৮১
৩.১৬: সুলতান বাইবার্স এবং সপ্তম ক্রুসেড : ৮২
৩.১৭: অষ্টম ক্রুসেড : ৮৩
৩.১৮: সেন্ট লুই : ইউরোসেন্ট্রিক চিন্তাযুদ্ধের প্রতিষ্ঠাতা : ৮৩
গ্রন্থপঞ্জি : ৮৫

চতুর্থ অধ্যায় : বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রসমূহ

৪.১: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের প্রথম ক্ষেত্র : ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যতত্ত্ব : ৯০
৪.১.১: প্রাচ্যতত্ত্বের আভিধানিক অর্থ : ৯০
৪.১.২: প্রাচ্যতত্ত্বের পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৯০

৪.১.৩: প্রাচ্যতত্ত্বের পশ্চিমা ধারণা : ৯০
৪.১.৪: প্রাচ্যবিদ : ৯১
৪.১.৫: প্রাচ্যবিদের প্রকারভেদ : ৯২
৪.১.৬: প্রাচ্যতত্ত্বের ইতিহাস : ৯২
প্রথম পর্ব : পহেলা হিজরি থেকে সাতশ হিজরি পর্যন্ত : ৯২
প্রাচ্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতাগণ : ৯৪
প্রাথমিক যুগের প্রাচ্যবিদদের কাজ : ৯৫
প্রাচ্যতত্ত্বের দ্বিতীয় পর্ব : ১৩০০-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ : ৯৬
তৃতীয় পর্ব : ১৮০১-১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ : ৯৮
চতুর্থ পর্ব : ১৯২৫-১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ : ১০০
অনুকরণমূলক প্রাচ্যতত্ত্ব : ১০২
পঞ্চম পর্ব : ১৯৭৩-২০০০ খ্রিষ্টাব্দ : ১০২
বর্তমান পর্ব : আমেরিকান এবং ইহুদি প্রাচ্যবাদ : ১০৩
৪.১.৭: প্রাচ্যতত্ত্বের আন্দাজ ও শৈলী : ১০৩
৪.১.৮: প্রাচ্যতত্ত্বের প্রেরণা : ১০৭
ক্রুসেডীয় প্ররোচনা : ১০৭
রাজনৈতিক ও ঔপনিবেশিক প্ররোচনা : ১১১
আত্মরক্ষামূলক প্ররোচনা : ১১৭
বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক প্ররোচনা : ১১৮
জ্ঞানচর্চার প্ররোচনা : ১১৮
৪.১.৯: প্রাচ্যবিদদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য : ১১৮
৪.১.১০: প্রাচ্যতত্ত্বের উপকরণ : ১২০
প্রত্যক্ষ উপকরণ : ১২০
পরোক্ষ উপকরণ : ১২২
৪.১.১১: ইসলামি বিশ্বে প্রাচ্যবিদদের গ্রহণযোগ্যতা, সম্মান, মর্যাদা এবং অবস্থান : ১২৩
৪.১.১২: প্রাচ্যবিদদের আক্রমণ-পদ্ধতি এবং আলোচনা-শৈলী : ১২৪
৪.১.১৩: প্রাচ্যবিদদের অ্যাকাডেমিক দক্ষতার কয়েকটি নমুনা : ১২৬
৪.১.১৪: প্রাচ্যবিদদের দুর্বলতা এবং বিভ্রান্তির মূল কারণ : ১৩০
৪.১.১৫: প্রাচ্যবিদদের সফলতার কারণ : ১৩০
৪.১.১৬: প্রাচ্যতত্ত্বের বিষয়সমূহ : ১৩৩
৪.১.১৭: প্রাচ্যতত্ত্বের মোকাবেলার পন্থা : ১৩৫
৪.১.১৮: কতক বিখ্যাত প্রাচ্যবিদের পরিচিতি : ১৩৭

ইতিবৃত্ত : ২

৪.১.১৯: কতক প্রাচ্যবিদ, যারা ইসলামগ্রহণে ধন্য হয়েছিলেন : ১৪৯
৪.১.২০: প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদদের কিছু রচনা, যা আরবি ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে : ১৫০
৪.১.২১: প্রাচ্যবিদদের কতক রচনা, যা ইংরেজিতে রচিত এবং বাজারে বর্তমান : ১৫২
গ্রন্থপঞ্জি : ১৫৩
৪.২: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের দ্বিতীয় ক্ষেত্র : উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ : ১৫৪
৪.২.১: সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার ভিত্তি : ১৫৪
৪.২.২: ইসলামি দুনিয়ার বিপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াস, প্রারম্ভিক কাল : ১৫৫
৪.২.৩: অতীতে বাতিলপন্থিদের ব্যর্থতার কারণ : ১৫৭
৪.২.৪: চিন্তাধারা এবং মানসিকতা পরিবর্তনের কাল : ১৫৮
৪.২.৫: সাম্রাজ্যবাদী কল্পনা বাস্তবায়নকারী চারটি ঘটনা : ১৫৮
৪.২.৬: সাম্রাজ্যবাদের মূল পর্ব : ১৫৯
প্রথম ধাপ : অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতা অর্জন : ১৬০
ভাস্কো ডা গামার প্রয়াস : ১৬১
দ্বিতীয় ধাপ : ইসলামি বিশ্বে অর্থনৈতিক এবং সামরিক অবরোধ : ১৬৫
পর্তুগিজ উপনিবেশ : ১৬৬
প্রশান্ত মহাসাগরে সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব : ১৬৬
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের খাঁচায় সোনার পাখি : ১৬৮
বাদশাহ আলমগির এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি : ১৭১
আলমগিরের পর : ১৭২
তৃতীয় ধাপ : ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব অর্জন : ১৭৩
চতুর্থ ধাপ : ইসলামি বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা : ১৭৪
ইংরেজ এবং আফগানিস্তান : ১৭৭
অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিবরণ : ১৭৭
পঞ্চম ধাপ : ইসলামি খেলাফতের বিনাশ : ১৭৯
খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নের অপমৃত্যু : ১৮২
ষষ্ঠ ধাপ : ইসলামি বিশ্বের বিভক্তীকরণ : ১৮৪
কলোনিয়ালিজম মুসলিমবিশ্বকে কী দিয়েছে? : ১৮৬
সপ্তম ধাপ : মুসলিমবিশ্বকে মনীষীশূন্য করা : ১৯২
গ্রন্থপঞ্জি : ১৯৬
৪.৩: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের তৃতীয় ক্ষেত্র : গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন : ১৯৭
৪.৩.১: আমেরিকান ও ইহুদি সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রাচ্যতত্ত্ব : ১৯৭
৪.৩.২: গ্লোবালাইজেশন, পশ্চিমের ভাষায় : ১৯৭

৪.৩.৩: মুদ্রার অপর পিঠ, নেতিবাচক দিক : ১৯৮
৪.৩.৪: মুসলিমবিশ্বই কেন বিশ্বায়নের মূল লক্ষ্য : ২০০
৪.৩.৫: বিশ্বায়নের চার ক্ষেত্র : ২০০
বিশ্বায়নের প্রথম ক্ষেত্র : রাজনৈতিক বিশ্বায়ন : ২০০
বিশ্বায়নের অফিসিয়াল ঘোষণা : ২০৮
বিশ্বায়নের দ্বিতীয় ক্ষেত্র : অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন : ২০৯
প্রথম পদক্ষেপ : স্বর্ণভান্ডারের উপর দখলদারি প্রতিষ্ঠা করা : ২১০
দ্বিতীয় পদক্ষেপ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা : ২১১
পর্দার অন্তরালের কিছু সংগঠন : ২১২
তৃতীয় পদক্ষেপ : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করা : ২১৩
ভিসা-নীতির মাধ্যমে দরিদ্র দেশগুলো শোষণ : ২১৫
বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক পাবন্দি ও সীমাবদ্ধতা : ২১৫
চতুর্থ পদক্ষেপ : মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির প্রচলন : ২১৬
মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি এবং মিডিয়া : ২১৭
মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির বিস্তৃতি : ২১৮
আরও একটি কৌশল : ২১৯
বহুজাতিক কোম্পানির আধিপত্য : ২১৯
পঞ্চম পদক্ষেপ : পাবলিক রিলেশন্স বা জনসংযোগ শিল্পের প্রসার : ২২০
অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের প্রভাব এবং ঝুঁকি : ২২২
নতুন হামলা, ক্রেডিট কার্ড : ২২৩
সুদের চক্র : ২২৩
সরকারপক্ষ নীরব কেন? : ২২৪
বিশ্বায়নের তৃতীয় ক্ষেত্র : সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন : ২২৪
সভ্যতার বিশ্বায়নের দুটি ভিত্তি : ২২৬
বিশ্বায়নের চতুর্থ ক্ষেত্র : ভাষিক বিশ্বায়ন : ২২৮
আমেরিকান সংস্কৃতিতে এতটা আকর্ষণ কেন? : ২৩০
বিশ্বায়নের পঞ্চম ক্ষেত্র : সামাজিক বিশ্বায়ন : ২৩১
সামাজিক বিশ্বায়ন এবং জাতিসংঘ : ২৩১
কায়রো কনফারেন্স : ২৩৩
বেইজিং কনফারেন্স : ২৩৪
বিশ্বায়নের মোকাবেলার উপায় : ২৩৫
শেষকথা : ২৩৯

গ্রন্থপঞ্জি : ২৪০
৪.৪: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের চতুর্থ ক্ষেত্র : খ্রিষ্টান মিশনারি কার্যক্রম : ২৪১
৪.৪.১: খ্রিষ্টান মিশনারির সংজ্ঞা : ২৪১
৪.৪.২: খ্রিষ্টান মিশনারির ইতিকথা : ২৪২
৪.৪.৩: ভারতবর্ষে মিশনারি কার্যক্রমের ঐতিহাসিক নিরীক্ষা : ২৪৪
৪.৪.৪: আকবরের দরবারে : ২৪৪
৪.৪.৫: জাহাঙ্গিরের শাসনামলে : ২৪৫
৪.৪.৬: শাহজাহানের দরবারের বিতর্ক : ২৪৬
৪.৪.৭: মিশনারি এবং শাহজাদা দারা শিকোহ : ২৪৭
৪.৪.৮: এক নজরে মিশনারিদের ভাবনা এবং চিন্তাধারা : ২৪৮
৪.৪.৯: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলদারির পর মিশনারির প্রসার : ২৪৯
৪.৪.১০: আলেমদের প্রতিরোধমূলক প্রচেষ্টা : ২৫০
৪.৪.১১: খ্রিষ্টান গির্জা এবং তাদের জমিদারি : ২৫০
৪.৪.১২: কিছু উদ্যমী খ্রিষ্টান মিশন : ২৫১
৪.৪.১৩: মিশনারিদের সক্রিয়তার ফল : ২৫৫
৪.৪.১৪: মুসলিম স্কলার জনাব আহমাদ দিদাতের বিবৃতি : ২৫৬
৪.৪.১৫: অন্যান্য দেশে মিশনারি কার্যক্রমের উপর সামান্য আলোকপাত : ২৫৬
বাংলাদেশে মিশনারি কার্যক্রমের অবস্থা : ২৫৭
আফ্রিকা : মিশনারিদের সবচেয়ে বড় কার্যক্ষেত্র : ২৫৮
৪.৪.১৬: আমেরিকা এবং মিশনারি কার্যক্রম : ২৫৯
৪.৪.১৭: মিশনারি কার্যক্রমের তিনটি পর্ব : ২৫৯
৪.৪.১৮: মিশনারি কার্যক্রমের মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ : ২৬১
আরও কয়েকটি উপকরণ : ২৬৬
৪.৪.১৯: ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিল অব পাকিস্তানের ঘোষণাপত্র : : ২৬৭
৪.৪.২০: মিশনারি কনফারেন্স : ২৬৭
৪.৪.২১: মুসলমানদের তিনটি দুর্বলতা : ২৬৮
৪.৪.২২: মিশনারিদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যসমূহ : ২৬৯
৪.৪.২৩: মিশনারিদের জন্য দিকনির্দেশনা এবং প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম : ২৭০
৪.৪.২৪: পশ্চিমা ভাষার প্রসার এবং মিশনারি লক্ষ্য : ২৭১
৪.৪.২৫: এক নজরে মিশনারি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : ২৭২
৪.৪.২৬: মিশনারিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ : ২৭৩
৪.৪.২৭: মিশনারিদের সবচাইতে বড় লক্ষ্য : বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত পৌঁছার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করা : ২৭৪

যাজক এবং রিসালাতের নিন্দা করা : ২৭৫
৪.৪.২৮: মিশনারিদের মোকাবেলা কীভাবে করা হবে? : ২৭৬
৪.৪.২৯: হতাশ হবেন না, হতাশার কিছু নেই : ২৭৮
গ্রন্থপঞ্জি : ২৭৯

পঞ্চম অধ্যায় : বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ধারণা

৫.১: ধর্মনিরপেক্ষতা : ২৮৩
৫.১.১: সেক্যুলারিজমের ইতিহাস : ২৮৩
৫.১.২: সেক্যুলারিজমের মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য : ২৮৬
৫.১.৩: সেক্যুলারিজমের তিনটি ভয়াবহ কৌশল : ২৮৭
৫.২: আধুনিকতা : ২৮৭
৫.২.১: ইসলামের প্রকৃত আকৃতির বিকৃতি ঘটানো, নতুন ইসলামের রূপায়ণ করা : ২৮৮
৫.২.২: ইসলামের ইতিহাসে সন্দেহ-সংশয় তৈরি করে মুসলমানকে তার অতীত সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে তোলা : ২৮৯
৫.২.৩: বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে জাতিকে হতাশ করে তোলা : ২৯০
৫.২.৪: ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাহত করা : ২৯১
৫.২.৫: উম্মাহর ব্যক্তিত্বকে মোমের মতন গলিয়ে ফেলা : ২৯২
৫.২.৬: আধুনিক সভ্যতার প্রসার : ২৯২
৫.২.৭: ইসলামি আন্দোলন এবং নেতৃত্ব নিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা : ২৯৩
গ্রন্থপঞ্জি : ২৯৫

ষষ্ঠ অধ্যায় : বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের উপকরণ এবং মাধ্যম

৬.১: শিক্ষা : ৩০০
৬.১.১: উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ : ৩০০
৬.১.২: নতুন ধারার শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য : ৩০২
৬.১.৩: শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখবার পদক্ষেপসমূহ : ৩০৫
৬.১.৪: সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব : ৩০৭
৬.২: মিডিয়া : ৩০৭
৬.২.১: মানুষের প্রকার এবং মিডিয়ার সংশয়বাদী ও প্রবৃত্তিময় ফাঁদ : ৩০৯
৬.২.২: আমেরিকান মিডিয়া : ৩১০
৬.২.৩: ইহুদি লবি এবং মিডিয়া : ৩১১
৬.২.৪: নেতৃত্ব তৈরিতে মিডিয়ার ভূমিকা : ৩১৪
৬.২.৫: মিডিয়ার নিকৃষ্ট ব্যবহার, বাকস্বাধীনতার নামে রাসুলের অবমাননা : ৩১৫
৬.৩: জ্ঞানের উৎস : ৩১৮

৬.৪: রাজনীতি : ৩১৯
৬.৫: আইন : ৩২১
৬.৫.১: ব্যুরোক্রেসি : ৩২২
৬.৬: ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং অর্থনীতি : ৩২৩
৬.৭: জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, এনজিও : ৩২৩
৬.৮: আধুনিক-মনস্ক ইসলামি চিন্তাবিদ : ৩২৪
৬.৯: চারুকলা ও ফাইন আর্টস : ৩২৪
৬.১০: সাহিত্য : ৩২৪
৬.১১: বিনোদন, স্পোর্টস : ৩২৫
৬.১২: সাংস্কৃতিক নায়কেরা : ৩২৫
৬.১৩: আঞ্চলিক সভ্যতা-সংস্কৃতি : ৩২৬
৬.১৪: জাহেলি গোঁড়ামি, জাতিবাদী ও স্বাদেশিক গোঁড়ামির প্রসার : ৩২৬
৬.১৫: সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের প্রতি মুসলমানদের মনে ঘৃণা তৈরি করা : ৩২৮
৬.১৬: নারীস্বাধীনতা : ৩২৮
৬.১৬.১: ইসলামি আখলাক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ধ্বংস সাধন : ৩৩০
৬.১৬.২: ইসলামি সমাজের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যাবলির ধ্বংস সাধন : ৩৩০
৬.১৬.৩: মুসলিম নারীদের বাজারি পণ্যে পরিণত করবার পুরোনো বাসনা : ৩৩০
৬.১৬.৪: নারীস্বাধীনতার জন্য প্রোপাগান্ডামূলক কার্যক্রম : ৩৩১
৬.১৬.৫: প্রথম ধাপ : পুরুষের সামনে চাদর খুলে ফেলা, নেকাব উন্মোচন করা : ৩৪১
৬.১৬.৬: দ্বিতীয় ধাপ : গাইরে মাহরাম পুরুষের সাথে মেলামেশা : ৩৪১
৬.১৬.৭: তৃতীয় ধাপ : চার দেয়ালের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি : ৩৪১
৬.১৬.৮: চতুর্থ ধাপ : পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা : ৩৪২
৬.১৬.৯: পঞ্চম ধাপ : শিল্প-সংস্কৃতিতে নারীর অংশগ্রহণ : ৩৪২
৬.১৬.১০: ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধ এবং সুরক্ষা-ব্যবস্থা : ৩৪৩
৬.১৬.১১: পর্দাহীনতার ক্ষতি : ৩৪৬
৬.১৬.১২: পশ্চিমের নারীরা কী পেয়েছে? : ৩৪৭
গ্রন্থপঞ্জি : ৩৪৯

সপ্তম অধ্যায় : বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের মোকাবেলায় আমাদের করণীয়

৭.১: যুদ্ধজয়ের পূর্বে যে বিষয়গুলো দেখা হয়ে থাকে : ৩৫৩
৭.২: আমাদের দুর্বলতা : ৩৫৩
৭.৩: আমাদের সামর্থ্য : ৩৬০
৭.৪: শত্রুর দুর্বল দিক : ৩৬২

৭.৫: কর্মপদ্ধতি : ৩৬৬
৭.৬: আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী হবে? : ৩৬৬
৭.৭: কাজের জন্য আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ : ৩৬৭
৭.৮: যাদে পেছনে শ্রম দেওয়া হবে : ৩৬৯
৭.৯: আমাদের কর্মক্ষেত্র : ৩৭১
৭.১০: আমাদের হাতিয়ার কী হবে? : ৩৭৫
৭.১০.১: আধুনিক প্রযুক্তি : ৩৭৫
৭.১০.২: আমাদের শক্তির উৎস (আমাদের কেন্দ্রসমূহ) : ৩৭৫
শেষকথা : ৩৭৬
৭.১১: সমস্ত বাতিল শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ কেন? : ৩৭৭
৭.১২: ইসলামি চিন্তা-দর্শন কেন জয়ী হবে? : ৩৭৯
৭.১৩: গতকাল এবং আজ : ৩৮১

প্রথম অধ্যায়

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের পরিচয়

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই

পৃথিবীতে যুদ্ধের দুটি ধারা প্রচলিত রয়েছে। এক প্রকার সংঘটিত হয়ে থাকে সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে, যেখানে মানুষ হত্যা করা হয়। প্রবাহিত হয় রক্ত। জনপদ বিধ্বস্ত করে ফেলা হয়। স্বাধীন মানুষ হয়ে পড়ে গোলাম। ব্যাপকভাবে চলতে থাকে লুণ্ঠন ও লুটতরাজ।

আরেক প্রকার যুদ্ধে খুনখারাবি রক্তপাত অরাজকতা হয় না বটে; তবে আক্রমণটা নেমে আসে চিন্তাজগতে। লড়াইটা হয় বুদ্ধি ও মানসের সাথে। উদ্দেশ্য এবং প্রভাবের বিবেচনায় এই দ্বিতীয় প্রকারের লড়াই কোনোভাবেই প্রথম প্রকারের চেয়ে কম ক্ষতিকর নয়; বরং কিছু কিছু বিবেচনায় দ্বিতীয় প্রকারের লড়াইয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রথম প্রকারের চেয়ে অধিক। আর এই দ্বিতীয় প্রকারকেই বলা হয়ে থাকে الغزو الفكري। বা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই।

১.১: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের সংজ্ঞা

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের একাধিক সংজ্ঞা (Definition) বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রদান করা হয়েছে। এর যে সংজ্ঞা-দুটি বিশেষ প্রসিদ্ধ :

> مجموعة الجهود التي تقوم بها الأمة من الأمم للاستيلاء علي أمة أخري أو التاثير عليها حتي تتجه وجهة معينة
>
> কিছু চেষ্টা বা সমন্বিত প্রয়াস, যার মাধ্যমে একটি জাতি অপর কোনো জাতির উপর নিজের ক্ষমতা বিস্তার করে থাকে। কিংবা কোনো জাতিকে বিশেষ কাঠামোয় গড়ে তুলতে যে প্রয়াসের মাধ্যমে তাকে প্রভাবিত করে।
>
> দ্বিতীয় সংজ্ঞা কিছুটা সংক্ষিপ্ত :
>
> هو الغزو بوسائل غير عسكرية
>
> এই সংজ্ঞা অনুসারে আমরা বলতে পারি—বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই, যেখানে সামরিক হাতিয়ারের বিকল্প অস্ত্রাদি ব্যবহার করা হয়।

১.২: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই এবং আন্তর্জাতিক জাতিগোষ্ঠী

যখন কোনো জাতি অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা, তাহজিব-তামাদ্দুন, কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা-সংস্কৃতি বদলে দেবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হয় তখন তাদের সেই প্রচেষ্টাকে বলা হয় বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই। পৃথিবীর প্রতিটি ক্ষমতাধর জাতি, যে অন্য জাতিগোষ্ঠীর উপর নিজের ক্ষমতা বিস্তার করতে চায় কিংবা চায় অন্য জাতির থেকে নিজের ভৌগোলিক ও চিন্তাজগতের সীমানা নিরাপদ রাখতে, সে আবশ্যিকভাবে এই

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের অবতারণা করে। যদি কোনো জাতি তার প্রতিপক্ষকে কাবু করবার জন্য কেবল অস্ত্রের লড়াইকেই যথেষ্ট মনে করে, সে কখনোই পরিপূর্ণ সাফল্যের মুখ দেখতে সক্ষম হবে না। এমন তো হতেই পারে, সে অস্ত্রের জোরে সাময়িক বিজয় ছিনিয়ে আনবে; কিন্তু সে তার প্রতিপক্ষের উপর কখনোই কেবল অস্ত্রের মাধ্যমে জাদুকরী প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছে এমন প্রতিটি জাতি বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের মাধ্যমেই ইতিহাসের বুকে নিজেদের ঠাঁই করে নিয়েছে। কেউ তো অন্যের উপর নিজের মোহময় প্রভাব বিস্তারের জন্য এ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ আবার লড়েছে পৃথিবীর বুকে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। কখনো-বা এ লড়াই সংঘটিত হয়েছে অন্যের চিন্তাজগৎকে বিক্ষত করে দেবার উদগ্র বাসনা নিয়ে। আবার কখনো সংঘটিত হয়েছে নিজেদের লুটতরাজ ও খুনখারাবির বৈধতা আদায়ের লক্ষ্যে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দুই প্রান্তেই এই লড়াইয়ে অসংখ্য মানুষ অংশ নিয়েছে। অমুসলিমেরা যেমন অবতীর্ণ হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ময়দানে, তেমনি সেই ময়দানে মুসলমানদেরও দেখা গেছে যথার্থ টক্কর দিতে।

তবে উভয়ের ফারাক থেকেছে চিন্তা ও আদর্শে। বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করে অনায়াসেই আমরা মুসলিম ও অমুসলিমের সেই চিন্তা এবং আদর্শগত ভিন্নতা বিশ্লেষণ করে উঠতে পারি।

যুগ যুগ ধরে মুসলমানেরা চিন্তাগত লড়াইয়ে শামিল হয়ে আসছে। তাদের ভূমিকা কখনো আত্মরক্ষামূলক ছিল, আবার কখনো ছিল আক্রমণাত্মক। কখনো-বা একইসাথে উভয় প্রকার লড়াইয়েই তারা অবতীর্ণ হয়েছে। মুদাফায়াত বা প্রতিরক্ষামূলক লড়াই দ্বারা উদ্দেশ্য—আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ মনোনীত ধর্মকে তার আসল আকৃতিতে টিকিয়ে রাখা। আর আক্রমণাত্মক বা ইকদামি লড়াই দ্বারা উদ্দেশ্য—দীনকে পৃথিবীর সকল প্রান্তে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া। এই সকল কর্মযজ্ঞে মুসলমানদের পক্ষ থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই যেভাবে পরিচালিত হয়েছে, তা উৎকৃষ্ট আদর্শ এবং উন্নত চরিত্রের উত্তম নমুনা। এই লড়াইয়ে মুসলমানেরা প্রতিটি পদক্ষেপে সততা, সদিচ্ছা, নিঃস্বার্থতা, আখিরাতের চিন্তা, চরিত্রের উচ্চতা, মানবতার প্রতি দায়বোধ, নিপীড়িতের প্রতি সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচয় দিয়ে গেছে অকল্পনীয়ভাবে। কারণ, কুরআন ও সুন্নাহ মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছে যুদ্ধ ও লড়াইয়ের ময়দানেও উন্নত আখলাকের পরিচয় দেবার জন্য; লড়াইটা অস্ত্রের হোক কিংবা চিন্তার।

বিপরীতে পাশ্চাত্য এবং কাফিরদের অস্ত্রের লড়াইয়ের ইতিহাস যেভাবে জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন ও সহিংসতায় বিক্ষত তেমনিভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়েও তাদের আঁচল মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা, ওয়াদাখেলাফি এবং কৃত্রিমতার কালিতে কালো হয়ে আছে। বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের এই ময়দান, যেখানে আমরা নিজেদের চারিত্রিক নীতি-নৈতিকতার অনুসরণের মাধ্যমে আমাদের প্রতিপক্ষকে অনবরত আঘাত করে

যাচ্ছিলাম, আজ আমাদেরই অলসতা ও উদাসীনতার সুযোগে সে ময়দান শত্রুর দখলে চলে গেছে। আমাদের ধারাবাহিক উদাসীনতা বর্তমান সময়ে শত্রুকে সুযোগ করে দিয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ময়দানে কর্তৃত্বশীল হয়ে উঠবার জন্য।

১.৩: একটি বড় পার্থক্য

বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যতটুকু আলোচনা হলো, আশা করছি তাতে করে স্পষ্ট হয়ে গেছে, নিষিদ্ধ কর্মের প্রতি আগ্রহ, অশ্লীলতা, বিদআত এবং চারিত্রিক ও বিশ্বাসগত দুর্বলতা, যা বাইরের শত্রুর মাধ্যমে নয়; বরং মুসলমানের অন্তঃস্থিত শত্রুর মাধ্যমেই তার মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে, তাকে আমরা চিন্তাযুদ্ধের আলোচ্য হিসেবে গণ্য করছি না। কোনো মুসলমান যদি বেচা-বিক্রি বা চাকরিবাকরির ব্যস্ততায় নামাজে অংশ নিতে না পারে তবে এটা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইশাস্ত্রের আলোচ্য নয়; বরং তা দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধির আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত।

অবশ্য এতে কোনো দ্বিমত নেই যে—মুসলমানদের চিন্তার যে লড়াই পরিচালিত হয়েছে, দাওয়াত এবং আত্মশুদ্ধিমূলক প্রচারণার সাথে তার সম্পর্ক গভীর। কিন্তু তারপরও দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধি একটি বিস্তৃত পরিসর। বিপরীতে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ব্যাপ্তি কিছুটা স্বল্প। বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে সেইসব চিন্তাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলের মোকাবেলা করা হয়, যার ফলে সমাজে মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক এবং চারিত্রিক অধঃপতন নেমে আসে। সুতরাং আমরা এভাবে বলতে পারি—দাওয়াত এবং আত্মশুদ্ধি একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়, যার একটি অংশ হলো এই বুদ্ধবৃত্তিক লড়াই।

উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যের আরেকটি দিক বলা যেতে পারে—দাওয়াত ও আত্মশুদ্ধিমূলক কার্যক্রম সাধারণত মুসলমানদের তরফে হয়ে থাকে ধর্মের বিস্তৃতির লক্ষ্যে। বিপরীতে চিন্তাযুদ্ধে মুসলিম অমুসলিম উভয়েই অংশ নেয়। এই বিবেচনায় চিন্তার লড়াইটি হলো আম বা ব্যাপক। আর দাওয়াত হলো খাস বা বিশেষ এবং সীমাবদ্ধ।

১.৪: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের দ্বিতীয় সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে তো যেকোনো জাতির পক্ষ থেকে পরিচালিত চিন্তার লড়াইকে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই বলা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান সময়ে যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ইসলামের শত্রুদের দৌরাত্ম্য অধিক এবং ইসলাম ও মুসলমানের উপর মনস্তাত্ত্বিক আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে তারা ক্রমশ সমুখে অগ্রসর হয়ে চলেছে; সে কারণে বর্তমান সময়টাতে যে-সকল মুসলিম স্কলার চিন্তাযুদ্ধের সংজ্ঞায়ন করেছেন, তারা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই দ্বারা মুসলিমের বিরুদ্ধে পরিচালিত অমুসলিমদের মনস্তাত্ত্বিক লড়াইকে উদ্দেশ্য করে থাকেন।

অধিকাংশ আরব গবেষকের রচনায় যেখানে الغزو الفكري বা চিন্তাযুদ্ধের উল্লেখ হয়েছে, সেখানে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিমবিশ্বের, বিশেষ করে পশ্চিমের পরিচালিত বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইকে।

এ কারণেই কতক আরব আলেম চিন্তাযুদ্ধের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :

هو الغزو الذي اتخذها الصليبيين ضد المسلمين لا زالة المظاهر الحياة الاسلامية وصرف المسلمين عن التمسك بالاسلام بالوسائل غير العسكرية

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই হলো, অস্ত্রের বিপরীতে অন্যান্য উপায়-উপকরণের মাধ্যমে পরিচালিত এমন যুদ্ধ, ক্রুসেডাররা যা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শুরু করেছে। ইসলাম বিষয়ে মুসলমানদের আবেগ ও অনুভূতি শূন্য করে ফেলা এবং ইসলাম থেকে তাদের দূরে সরিয়ে নেওয়াই হলো এই লড়াইয়ের উদ্দেশ্য।

তবু সংজ্ঞাটি আমরা ক্রুসেডারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারি না। কারণ, বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই কেবল তাদের দ্বারাই পরিচালিত হয়—এমন নয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে ইহুদি, হিন্দু, কম্যুনিস্টসহ বহু জাতিগোষ্ঠী, দল ও সম্প্রদায়।

১.৫: তৃতীয় সংজ্ঞা

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের তৃতীয় যে সংজ্ঞাটি আমরা পাই :

هو اسلوب جديد للغزو ضد المسلمين بعد هزائم متكررة

অনবরত পরাজয়ের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নতুন তরিকা।

অর্থের বিস্তৃতি এবং শব্দের সংক্ষিপ্ততার কারণে এই সংজ্ঞাটি বেশি উপযোগী। বিশেষ করে ‘অনবরত পরাজয়ের পর’ বাক্যবন্ধটি বিশেষ অর্থ ধারণ করে। এই বাক্যবন্ধ দ্বারা মূলত একটি ধারাবাহিক ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ‘বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত’ শিরোনামে আমরা তা দেখে উঠব।

বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের আলোচনা যেহেতু বিরোধীপক্ষ কীভাবে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনা করছে এবং তাদের প্রতিরোধে কী কী পদক্ষেপ আমাদের গ্রহণ করতে হবে সে বিষয়ে, সেজন্য মনস্তাত্ত্বিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই দ্বারা আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য সেই আগ্রাসন, পশ্চিম যা আমাদের উপর অব্যাহত রেখেছে।

১.৬: বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের লক্ষ্য

ইসলামের বিরোধীশক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের পথ কেন বেছে নিল? তাদের উদ্দেশ্য কেবল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ব্যক্তিত্ব, চিন্তার স্বাতন্ত্র্য এবং বুদ্ধিবৃত্তির তরতজা বৃক্ষকে শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলা। আরও স্পষ্ট করে বললে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন দ্বারা ইসলামের বিপক্ষশক্তির উদ্দেশ্য হলো—কোনো জাতির মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আত্মার বিনাশ সাধন করে মরদেহটা নিজেদের মতন সাজিয়ে নেওয়া।

১.৭: চিন্তাযুদ্ধে আমাদের লক্ষ্য

চিন্তাযুদ্ধে আমাদের বর্তমান অবস্থান আত্মরক্ষামূলক। সেজন্য প্রতিপক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক আঘাত প্রতিহত করাই হবে আমাদের প্রথম লক্ষ্য। নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারলে যুদ্ধের দ্বিতীয় ধাপে প্রতিপক্ষের জবাব দেওয়ার অবকাশও আমাদের হবে।